খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR- ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue-5 ● Bardhaman ● 15 August, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

● ''বার বার এই বাংলার মাটিতেই ফিরে আসুন আপনি", রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে ভারাক্রান্ত গলায় স্মৃতিচারণে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু।ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে জেলায় জেলায় কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ জুনিয়র ডাক্তারদের ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ।ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ।

● আরজি কর কান্ডে দ্রুত প্রকাশ্যে আসুক সত্য। দোষীরা কেউ যেন রেহাই না পায়।অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক মূলক শাস্তি হোক।ন্যায় বিচার পাক তিলোত্তমা।

● চারিদিকে প্রায়শই খুন,ধর্ষণ, শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটলেও কোনোরকম প্রতিবাদ না করে মৌনব্রত পালন করছেন বুদ্ধিজীবীরা। বুদ্ধিজীবীদের এত নীরবতার কারণ কি,উঠছে প্রশ্ন।

● কলেজে হিজাব,বোরখা নিষিদ্ধ হলে তিলক-টিপ কেন নয়, মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি কলেজের সার্কুলারের বিরুদ্ধে মুসলিম পড়ুয়াদের করা মামলায় প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট।

● মাথাপিছু আয়ের নিরিখে আমেরিকার মাথাপিছু আয়ের এক চতুর্থাংশে পৌঁছাতে ভারতের আরও ৭৫ বছর লাগবে, একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে জানাল বিশ্ব ব্যাংক।

● জামালপুর এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকার অভিযোগ জানানোর কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্যার সমাধান না করেই অনেক সময় ক্লোজ করে দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ ! রহস্যটা কি ?

● বিজেপির হুগলি জেলা কার্যালয়ে ঢুকে জেলার সহ সভাপতি গোপাল উপাধ্যায়কে হেনস্থা ও দলীয় আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করার অপরাধে শাশ্বত

(এরপর চারের পাতায়)

চলে গেলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন - ছাত্রজীবন থেকে শুরু রাজনৈতিক কেরিয়ার। সুদীর্ঘ রাজনীতিতে অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও রাজ্য রাজনীতির খবর রাখতেন নিয়মিত। বেশ কয়েক বছর ধরে ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন বুদ্ধবাবু। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালেও। প্রতিবারই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন তিনি। রাজ্যবাসীর মুখে হাসি ফুটিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি। কিন্তু এবার আর হল না। শ্রাবণের সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে পাম অ্যাভিনিউতে নিজ বাড়িতেই প্রয়াত হন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত ভাস্তারার উত্তর অভিরামপুর বারাসাত পাড়া ১১ নং রাস্তার ধারে বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রিক পোল। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব নওসাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া বহু পরিযায়ী শ্রমিক, ফেরিওয়ালা ইদানিং নানানধরণের হেনস্থা, এমনকি শারিরীক নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ওখানকার একশ্রেণির মানুষের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয়। এইসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সোমবার

(এরপর তিনের পাতায়)

বার বার দুয়ারে সরকারে আবেদন করেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা, বৃদ্ধের গলায় হতাশার সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন - বার্ধক্য ভাতার আশায় দিন গুনছেন ধনেখালি ব্লকের শিবাইচন্ডীর মুইদিপুরের সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ অজিত বাগ। বার বার দুয়ারে সরকারে আবেদন করেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা, অভিযোগ। ধনেখালি থেকে মাজিনানের দিকে যেতে শিবাইচন্ডী রেল স্টেশন সংলগ্ন সাবওয়ে পার হয়েই রাস্তার ডানদিকে একটি বিল্ডিং এর সিঁড়ির নিচে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান চালান অজিতবাবু। বলতে গেলে ওটাই ওনার বাড়ি। ওখানেই উনি থাকেন। বর্তমানে আধার কার্ড অনুযায়ী তাঁর বয়স ৭৪ বছর,যদিও অজিতবাবু বললেন তাঁর বয়স ৭৯ বছর। কিন্তু তিনি এখনও পাননি বার্ধক্য ভাতা। অভিযোগ,বার্ধক্য ভাতার জন্য বারবার দুয়ারে সরকারে আবেদন পত্র জমা দিলেও নিট ফল শূন্য। এখনও পর্যন্ত মেলেনি বার্ধক্য ভাতা।কবে চালু হবে বার্ধক্য ভাতা, সেই আশাতেই দিন গুনছেন ৮০ ছুঁই ছুঁই এই অসহায় বৃদ্ধ মানুষটি।

খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। শুরু হল ধনেখালি থেকে দশঘরা পর্যন্ত ১৭ নং বাস রাস্তার গর্ত বোজানোর কাজ। কিন্তু অভিযোগ,ব্যস্ত পিচ রাস্তার গর্ত ইট ভাঙা আর ধাস দিয়ে বোজানোর চেষ্টা হচ্ছে ! এইভাবে তালিতাপ্পি মেরে দায়সারা কাজ করলে রাস্তা ক'দিন টিকবে, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue-5 ● 15 August, 2024

নারী সুরক্ষা কি কথার কথা !

শিকেয় নারী সুরক্ষা ! কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়,দেশেও দিন দিন বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতনের ঘটনা।খুন,ধর্ষণ,যৌন নির্যাতন,শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে। নারী সুরক্ষা আজ প্রশ্নের মুখে।শুধু হাথরস,মণিপুর আর দিল্লি নয়,নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গও আজ সংবাদ শিরোনামে। কয়েক বছর আগে কামদুনির নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য।সম্প্রতি আরজি করের ঘটনা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষার হাল ! শিশু থেকে বৃদ্ধা,ধর্ষকদের হাত থেকে কেউই বাদ যাচ্ছে না। সর্বত্র নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে নারী সমাজ। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক,আমরা কি তাহলে শেষে মনোবিকারগ্রস্ত একটা জাতিতে পরিণত হচ্ছি ?

(প্রথম পাতার পর)

চলে গেলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর জন্ম উত্তর কলকাতায়,১৯৪৪ সালের ১ মার্চ।তিনি ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর ভাইপো। ১৯৬১ সালে কলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন তিনি।স্কুলজীবনেই যোগ দেন এনসিসিতে। কলেজ জীবনে ছিলেন নৌ শাখার এনসিসি ক্যাডেট।

১৯৬৪ তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক হন। কলেজ জীবনেই যোগ দেন রাজনীতিতে। তিনি ছিলেন সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য,সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জ্যোতি বসু সরকারের মন্ত্রিসভায় সামলেছেন তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের দায়িত্ব। এই বিভাগ-ই পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর নামে পরিচিত হয়।১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। সামলেছেন স্বরাষ্ট্র ও তথ্য প্রযুক্তি দফতরের দায়িত্ব। ১৯৯৯ সালে হন উপ মুখ্যমন্ত্রী।৩ দফায় ১০ বছর ১৮৮ দিন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রথমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর।ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ১৮ মে,২০০১-এ।

১৮ মে, ২০০৬-এ চতুর্দশ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন বুদ্ধদেববাবু। ১৯ মে,২০১১-য় পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়।

ক্লিক

পার্থ পাল

১৯৯৪ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া ছবিটির কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। সুদানের মরু এলাকায় ছবিটি তুলেছিলেন আলোকচিত্র শিল্পী কেভিন কার্টার। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি কৃষ্ণাঙ্গ শিশু দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে মরণোন্মুখ। খানিক দূরে একটি বড়সড় শকুন তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সেটি অপেক্ষা করছে কখন শিশুটি মারা যাবে। তবে সে তাকে খেতে পাবে !

প্রসঙ্গত ছবিটি তোলার পরই কেভিন শিশুটিকে উদ্ধার করেছিলেন। এবং ফিরিয়ে এনেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে। কিন্তু এই একটি ছবি নাড়িয়ে দিয়েছিল মানবিক বিশ্ববাসীর হৃদয়।সুদানকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল বহু দেশ। এখানেই একটি ছবির সার্থকতা। গুচ্ছের গবেষণাপত্র যে অনুরণন তুলতে পারে না, বক্তৃতার বকবক যেখানে ব্যর্থ, সেখানে একটি হৃদয়স্পর্শী ছবি সময়কে বদলে দেয় অবলীলায়। কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল হল। রক্তস্নাত হল সবুজ বাংলা। তার পক্ষে বিপক্ষে উত্তপ্ত আলোচনার শেষ নেই। সেই কথা-যুদ্ধও থমকে যায় একটি স্থির আলোকচিত্রের সামনে এসে। মুজিব মূর্তির ভাঙ্গা মুখের ছবিটি দেখে নিন্দার ভাষা হারিয়ে ফেলে আপামর বাঙালি।

বেশিরভাগ মানুষের হাতেই এখন স্মার্টফোন। তাঁদের প্রত্যেকটিতেই আছে বিভিন্ন মানের ডিজিটাল ক্যামেরা। সেই হিসাবে প্রতগ্গ্যেক স্মার্টফোনের মালিকই এক একজন ফটোগ্রাফার বা ছবি-শিকারি। তবে এসব ছবির বেশিরভাগই দৃষ্টিনন্দন হওয়া তো দূরের কথা মানুষের মনে বিশেষ বার্তা দিতেও ব্যর্থ হয়। যাঁরা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, যাঁরা ছবির মাধ্যমে গল্প বলতে চান, তাঁদের দামি ক্যামেরা ছাড়া চলে না। আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরাতে ছবি তুলতে গেলে প্রধান তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হয় - অপ্পাপারচার বা উন্মেষ, শার্টারের দ্রুততা এবং বস্তুর উপর আপতিত আলোর তীব্রতা। আলো সম্পর্কে বাস্তবিক ও গভীর ধারণা না থাকলে ভালো ছবি তোলা সম্ভব নয়। ধরা যাক, একটি গাছের ছবি তুলতে হবে। এজন্য প্রথমেই সকাল অথবা বিকালের সময়খণ্ডকে বেছে নিতে হবে। কারণ ওই সময়ে সূর্যের আলো থাকে নরম। তির্যকভাবে পড়া সে আলোয় ছবির বিষয়কে মায়াময় লাগে। এরপর ঠিক করতে হবে ক্যামেরার অবস্থান। ছবি তুলতে হবে সরাসরি ; উপর বা নিচে থেকে নয়। গাছটিকে থাকতে হবে

ছবির ফ্রেমের এক পাশে ; মাঝখানে নয়। তারপর নজর দিতে হবে পারিপার্শ্বিকের দিকে। কারণ ওই ফ্রেমে অন্য কোন বিশেষ বস্তুকে দেখা গেলে গাছটি আর মধ্যমণি থাকবে না। গুরুত্ব হারাবে। এবার গাছটিকে ফোকাসে রেখে স্ট্যান্ডে ক্যামেরা সেট করে - ক্লিক।

এ তো গেল ছবি-শিকারির বাহ্যিক সর্তকতা। উন্নততর ছবির জন্য ক্যামেরার প্রযুক্তিগত দিকটিও জেনে রাখা জরুরী। একটি ঘরের যেমন জানালা, ক্যামেরার তেমনি উন্মেষ বা অ্যাপারচার। ঘরের জানালা হাট্ করে খোলা থাকলে সকালের রোদ ঘরকে আলো ঝলমলে করে তোলে। তা কাজের জন্য সুবিধাজনক হলেও চোখের পক্ষে আরামদায়ক নয়। অথচ ঈষৎ খোলা জানালা দিয়ে আসা মিঠে রোদ ঘরটিকে মায়াময় করে তোলে। ক্যামেরার উন্মেষকে তাই থাকতে হয় ন্যূনতম। তবেই ছবির স্পষ্টতা বা রেজোলিউশন হবে নজরকাড়া। দর্শকের মনে দাগ কাটতে হলে আলোর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এর জন্য জ্জ(ঞ্জ সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকাও আবশ্যিক।

যেমন আলোচ্য গাছের ছবিটি চিরস্মরণীয় হতে পারে একটি বিশেষ মুহূর্তে। ধরা যাক, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। সেই মেঘের ফাঁক গলে সূর্যের রশ্মি-স্তম্ভ এসে পড়েছে গাছটির উপর। কালো মেঘের ব্যাকগ্রাউন্ডে উজ্জ্বল হরিৎ রঙা গাছের ছবিটিকে সূর্যরশ্মি সমেত ক্যামেরায় বন্দী করা ব্যক্তিকে তখন নিছক ছবি শিকারি বলে কোন আহাম্মক ! তিনি যে তখন আলোকচিত্রশিল্পী। এমন ছবি শিল্পীদেরই সম্মান জানাতে , নতুন প্রজন্মকে ক্যামেরামুখী করতে, প্রত্যেক বছর উনিশে আগস্ট দিনটিকে বিশ্ব জুড়ে ফটোগ্রাফি দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

তাই এবার থেকে ক্যামেরায় চোখ রেখে, তার সঙ্গে মনের শিল্পসত্তাকে জুড়ে তবেই শার্টারে চাপ দিন - ক্লিক।

সুন্দরী সুন্দরবন

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

অনেকে আমার কাছে প্রায়ই জানতে চান বছরের কোন সময় সুন্দরবন দেখতে যাওয়ার জন্য সঠিক। আমার কাছে সুন্দরবন সব ঋতুতেই অপরূপ। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবন প্রতি মুহূর্তে তার রূপ পরিবর্তন করে একথা আক্ষরিক অর্থেই সঠিক। জোয়ার-ভাটার এই দুনিয়ায় ঋতু পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় না, প্রতি মুহূর্তেই বদলে যায় ভূদৃশ্য। আর সব সময় এবং সব ঋতুতেই আলাদা আলাদা রূপ রস গন্ধ নিয়ে অপেক্ষায় থাকে মায়বী সুন্দরবন।

বাংলার উপকূলে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম একটানা বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। ইউনেস্কোর বিচারে বিশ্ব ঐতিহ্যের শিরোপা পাওয়া এই জঙ্গল একাধারে যেমন পর্যকটকদের চিরকালীন আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু তেমনই পৃথিবীর ভূজীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল। এই বিস্তীর্ন বনাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রজাতির লবণাম্বুজ উদ্ভিদ। এই সব উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরি, গরান, গোলপাতা, হেঁতাল, ধানিঘাস, কেওড়া, গর্জন,ধুন্দল, হরগোজা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় জলাভূমি । সুন্দরবনে এক সময় পাওয়া যেত ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডার, জাভান গন্ডার, বন্য মহিষ, চিতা বাঘ,হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার,বারশিঙ্গার মত প্রাণী। উজানের সুপেয় জল আর সাগরের লবণাক্ত জলের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের বিরল বাস্তুসংস্থানতন্ত্র,কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে গঙ্গার মূল ধারা পদ্মার খাত ধরে বাংলাদেশের দিকে বয়ে চলেছে। শুকিয়ে গেছে ভৈরব,জলঙ্গী, মাথাভাঙা,চূর্ণী, ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, আদিগঙ্গা ও ভাগীরথীর অনেক উপনদী। ফলে কমেছে সুপেয় জলের যোগান, বাড়ছে সুন্দরবনের নদীতে লবণতা। সম্ভবত এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলেই ওইসব প্রাণী সুন্দরবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও সুন্দরবনের প্রাণীদের বৈচিত্র্য এখনও আমাদের বিস্মিত করে। বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ভারতের ১০% স্তন্যপায়ী প্রাণী আর ২৫% পাখী-প্রজাতি

ছবি - অনুরাধা বিশ্বাস

সুন্দরবনে দেখা যায়। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার এবং কয়েক ধরনের ডলফিন আজও সারা পৃথিবীর পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা (জেড এস আই) ভারতীয় সুন্দরবনে বর্তমানে আড়াই হাজারেরও বেশি প্রাণী-প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের ভারতীয় অংশকে এক অনন্য বিশিষ্টতা প্রদান করেছে এই জঙ্গল সংলগ্ন অংশে বসবাসকারী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। পৃথিবীর কোনও ঘন অরণ্যের পাশে, বিশেষত যেখানে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত প্রাণী বসবাস করে সেখানে মানুষের এত ঘন বসতি দেখতে পাওয়া যায় না। গত প্রায় আড়াইশো বছর মানুষ এবং জঙ্গলের এই সহাবস্থান চলছে।

সুন্দরবন সংলগ্ন অংশে মানুষের বর্তমান বসতির পথ চলা পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের হাত ধরে। তবে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, এই নিদর্শনগুলি সুন্দরবনে অতীত মনুষ্যবসতির নিদর্শন হিসাবে ধরা হলেও তা ঠিক কত বছরের প্রাচীন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সভ্যতার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন সময়ে মত প্রকাশ করেছেন। এ এক অমীমাংসিত প্রশ্ন যে আজ যে অঞ্চল সাগরের গড় জলস্তর থেকে মাত্র দুই থেকে চার মিটার উঁচুতে অবস্থিত এবং প্রতিটি জোয়ারে কয়েক ফুট জলের নিচে অবস্থান করে, সেখানে কিভাবে একটি সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এবং তা টিকে ছিল। তবে কী সাগর সেই সময় আরও দক্ষিণে ছিল বা ভূমি এই সময়ের তুলনায় উঁচুতে অবস্থান করত ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অত্যন্ত জরুরী। এই সব অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সুন্দরবন পরিক্রমা আরও বেশি আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। আজও সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল পরিক্রমায় দেখা মেলে অতীত দিনের মাটির তৈরি নানা গৃহস্থালীর জিনিসের অংশ বিশেষের। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তরে দেখা মেলে সাধারণ মানুষের সংগ্রহ করে রাখা এমনই সব ইতিহাস চর্চার মূল্যবান উপাদানের।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে এই অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের এমন এক অংশ যেখানে ভূমি গঠনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই এলাকাটিকে সক্রিয় বদ্বীপ বলা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ ঘন কিলোমিটার পলি সঞ্চিত হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম এই বদ্বীপ গঠনের কাজে। নদী এবং সমুদ্রের মিলিত সঞ্চয়কাজের ফলে সুন্দরবন বদ্বীপ গত দু'কোটি বছরে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে তার আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে। তবে সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের পশ্চিমদিকের দ্বীপগুলি ভূমির অবনমন এবং সাগরের জলস্তরের উত্থানের কারণে ক্ষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অংশের দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত চলেছে সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া। সুন্দরবন পরিক্রমায় এই ভাঙাগড়া খেলা আমাদের ভূগোল বইয়ের পাঠকে যেন বাস্তবের মাটিতে এনে দাঁড় করায়। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে একটি অঞ্চলের ভূদৃশ্য কীভাবে বদলে যায় সেকথা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু ধ্বংস নয় একই সঙ্গে দেখা যায় নতুন ভূমি জেগে ওঠার দৃশ্যও।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সুন্দরবনকে মোকাবিলা করতে হয়ে বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক লক্ষ মানুষ বিপর্যয়কে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকার নানা আশ্চর্য পদ্ধতি খুঁজে নিয়েছেন। বারবার ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টির মত বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এক আশ্চর্য জীবনী শক্তিকে ভর করে টিকে আছেন সুন্দরবনের মানুষগ্ধ জঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে তাঁদের এক অসাধারণ সহাবস্থান। জল-জঙ্গল থেকে যেমন তাঁরা আহরণ করেন মাছ বা মধু তেমনই এই জঙ্গলকে তাঁরাই আগলে রাখেন পরম মমতায়। গোটা পৃথিবীর যেসব অঞ্চলের মানুষের উপর বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে তারমধ্যে একেবারে প্রথম দিকে আছে সুন্দরবন। হাজার প্রতিকূলতার মাঝে তাঁদের এই টিকে থাকার অদম্য লড়াই সুন্দরবন পরিক্রমায় যে কোনও সচেতন মানুষেরই দৃষ্টি এড়াবে না। আজ যাঁরা সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাস করছেন তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাধ্য হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও নিজস্ব জমির খোঁজে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করতে করতে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য বিনিসুতোর বন্ধন, যা তাঁদের লোকাচার, বিশ্বাস বা ধর্মাচরণে প্রকাশ পায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার বাসনায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বনবিবি বা দক্ষিণরাইকে আরাধনা করা তেমনই এক লোকাচারগ্ধ জঙ্গল সংলগ্ন সুন্দরবনের গ্রাম পরিক্রমায় গ্রাম বা জঙ্গলের আনাচে কানাচে এমনই নানা লোকদেবতার মন্দির, মাজার, থান চোখে পড়ে যা সুন্দরবনের আকর্ষণকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ভাঙা গড়ার এই সুন্দরবনে জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা। তবু এর টান অমোঘ। যেসব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন তাঁদের মতই যাঁরা প্রকৃতির টানে বারবার সুন্দরবনে ছুটে যান তাঁদের সকলকেই সুন্দরবন তার মোহময় আকর্ষণের অদৃশ্য চুম্বকে টেনে রাখে। বারবার তাই ফিরে আসা এই চিরন্তন সুন্দরবনে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য - লেখক "শুধু সুন্দরবন চর্চা" পত্রিকার সম্পাদক। পূর্ব বর্ধমানের পলাশন এম.এম.হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক।)

পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত আকাদেমি আয়োজনে ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বর্ধমানে শুক্রবার ৯ আগষ্ট থেকে রবিবার ১১ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল গীতিকাব্যের ওপর তিন দিনব্যাপী সঙ্গীত কর্মশালা। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোপামুদ্রা মিত্র। কর্মশালার শেষে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিলেন প্রশিক্ষক লোপামুদ্রা মিত্র ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল।

মশাল পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

নিজস্ব সংবাদদাতা - মশাল পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নিবেদিত প্রাণ স্বনামধন্য হামিদা কাজীর ৬ এপ্রিল ২০২৪ আকস্মিক প্রয়াণের পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মশাল পত্রিকা ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার নব কলেবরে প্রকাশিত হল প্রয়াত কবি ও সম্পাদক হামিদা কাজীর দোমোহানির শিল্পতীর্থ বাড়িতে। বৈকালিক এই মহতী অনুষ্ঠানে মশাল পত্রিকার বর্তমান বাহক তথা সম্পাদক তথা সাহিত্য সেবক প্রয়াত কবি ও সম্পাদকের স্বামী তপন কাজীর ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় এবং মশাল পত্রিকার সভাপতি জহর মিশ্রর ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রায় পঞ্চাশ জন কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এবারের মশাল পত্রিকাটিতে প্রয়াত কবি গল্পকার নাট্যকার সম্পাদক ও সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তিত্ব হামিদা কাজীর স্মৃতি চারণার সঙ্গে তাঁর কোন লেখা কোন পত্র পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হয়েছে তার একটি নির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে গত শতকের নয়ের দশকের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধরা হয়েছে।বলা যেতে পারে শিল্পাঞ্চলের অন্যতম সেরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব হামিদা কাজী সম্বন্ধে এবারের মশাল একটি আকর গ্রন্থ। এর জন্য সাহিত্য সেবক তথা বর্তমান সম্পাদক তপন কাজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রশংসা প্রাপ্য। এই মহতী অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল হামিদা কাজীর স্মৃতিতে কবিতা পাঠ ও তাঁকে নিয়ে আলোচনা।প্রথম সঞ্চালক ও মশাল সভাপতি জহর মিশ্রর বেঁধে দেওয়া এই সুর উপস্থিত গুণীজনেরা মোটামুটি ভাবে ধরে রেখেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন সুচারু এই অনুষ্ঠানটি কে। মঞ্চাসীন ব্যক্তিবর্গ হলেন অনুষ্ঠান সভাপতি অমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতিথিবৃন্দ হলেন কল্যাণ ভট্টাচার্য্য, বিকাশ গায়েন, বাসুদেব মন্ডল, সুফি রফিক উল ইসলাম ও মশাল সভাপতি জহর মিশ্র। উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য, প্রকাশ ঘোষাল, সুজিত কর্মকার, সুব্রত সরকার, কৃষ্ণেন্দু ঘটক, পার্থ প্রতিম আচার্য, কৌশিক সিনহা,অপর্ণা দেওঘরিয়া, নীতা কবি মুখার্জী, আলপনা মন্ডল সাধু, শুক্লা ঘাঁটী, মোমিতুল সাজি, কাজল অধিকারী, অচিন্ত্য ঘাঁটী, তারকনাথ মন্ডল, ছোটন গুপ্ত,মলয় মন্ডল, মাধুরী মিত্র, পৌলমী দাস, মুনমুন দাস, সুবোধ মাজি, প্রদীপ চক্রবর্তী, দেশবন্ধু রায়, গোপাল মিত্র, তাপস ঘোষ, ষষ্ঠীপদ দাস, ধনকৃষ্ণ ঘোষ, প্রিয়নাথ চ্যাটার্জী প্রমুখ প্রায় পঞ্চাশজন এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণা, আলোচনা, বক্তব্য, কবিতা পাঠ ও গানে স্মৃতিময় ও শ্রুতি মধুর করে তোলেন। সমগ্রন্ধ অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনায় ছিলেন জহর মিশ্র ও প্রিয়নাথ চ্যাটার্জী এবং অনুষ্ঠান টি সুচারু রূপায়ণে সদা সহযোগিতায় মুক্ত হস্ত ছিলেন প্রয়াত কবির স্বামী তপন কাজী, পুত্র অভিনন্দন কাজী, পুত্রবধূ প্রিয়াঙ্কা সিংহ কাজী, পৌত্র অনিকেত কাজী সহ সমগ্র পরিবার। মশাল পত্রিকার মশাল জ্বালিয়ে রাখার ব্যাপারে পত্রিকার সভাপতি ও সম্পাদক তথা সেবক সহ উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত সকলেই।

তাঁত ঠকাঠক ঠক
বিজন দাস

তাঁত ঠকাঠক ঠক,তাঁত ঠকাঠক ঠক,
নাচছে মাকু টানা পোড়েন পাড়ে চিত্রপট।
তাঁত ঠকাঠক ঠক।

মায়ের হাতে চোরকি ঘোরে মায়ের হাতে নাটা,
নানা অভাব নিয়ে তাদের সুতোর সঙ্গে হাঁটা।
মায়ের হাতে সংসার আর খোলে সুতোর জট,
তাঁত ঠকাঠক ঠক।

বাপ গিয়েছে ধনেখালি মহাজনের বাড়ি,
সেখান থেকে ফিরলে তবে চড়বে ভাতের হাঁড়ি।
বাড়ছে বেলা বাড়ছে ক্ষিদে মা করে ছটফট,
তাঁত ঠকাঠক ঠক।

একমাত্র ছেলে তাদের বয়সটা তার চৌদ্দ
লেখা পড়ায় তালাক দিয়ে তাঁতে নামে সদ্য।
সাথ স্বপ্নের ইতি ঘটায় ক্ষিদেরই দাপট,
তাঁত ঠকাঠক ঠক।

নানা নক্সা রঙিন শাড়ী দেশ বিদেশে ছোটে
তাঁতির জীবন অন্ধকারে রঙিন হয়না মোটে।
সুতোয় বাঁধা তাঁতীর জীবন পোড়েন টানার জট
তাঁত ঠকাঠক ঠক।
তাঁত ঠকাঠক ঠক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ২২ শে শ্রাবণ বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমান ট্রেজারি বিল্ডিং এ আয়োজিত হল কবিগুরু স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান

ধনেখালি সাহেব হাটতলা থেকে ধনেখালি বাজার পর্যন্ত রাস্তার করুণ অবস্থা !

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে রাস্তার জমা জলে স্নান করে এবং রাস্তায় ধান গাছ রোপণ করে বিক্ষোভ বিজেপির ! হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকের হারিটের ঘটনা।

সামনে মাসে পরীক্ষা,এখনও হাতে আসেনি বই

নিজস্ব প্রতিবেদন - একাদশ শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজির দীর্ঘ সিলেবাস,তার ওপর আবার প্রথম সেমিস্টারে সিস্টার নিবেদিতারই দুটি লেখা,যা নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নয় পড়ুয়ারা।একই লেখকের দুটি লেখা দেওয়ার কারণ কি ? উঠছে প্রশ্ন।এছাড়াও সঙ্গে আবার সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে বিবেকানন্দের একটি লেখা, যেটা থেকে আবার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না। একেই তো সিলেবাসের চাপ,তার ওপর সাপ্লিমেন্টারি লেখা,কতটা যুক্তিযুক্ত ? আর পরীক্ষায় যেটা থেকে প্রশ্ন আসবে না সেটা কতজন ছাত্রছাত্রী পড়বে সেটা নিয়েও ধন্দ থেকেই যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা হলেও এখনও তো বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী স্কুল থেকে ইংরেজি পাঠ্য বই পায়নি বলেও অভিযোগ। ইংরেজি পাঠ্য বই কি তাহলে পরীক্ষার পর পাবে, উঠছে প্রশ্ন।

(প্রথম পাতার পর) **হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব নওসাদ**

কলকাতার উৎকল ভবনে গিয়ে ওখানে ওড়িশা রাজ্য সরকারের নিযুক্ত সেকশন অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। সেকশন অফিসারের হাতে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি তুলে দেন নওসাদ। চিঠিতে নওসাদ জানিয়েছেন,''ওড়িশার বহু শ্রমিক আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে রয়েছেন। তাদের নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস, সব কিছু আমাদের রাজ্য দায়িত্ব পালন করছে। তেমনই ওড়িশা সরকারেরও উচিত সেখানকার পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক তথা বাংলার মানুষদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।'' এছাড়া আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কেও একটি চিঠি দিয়ে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নওসাদ। আক্রান্তরা যাতে খুব দ্রুত এই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সেজন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ সহ টেলিফোন নম্বর চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

মানুষ গরীব কেন ?

শংকর ব্রহ্ম

সায়ন সকালবেলা এসে বারান্দায় দাঁড়াল। তার বয়স চোদ্দ। সে পড়ে যোধপুর বয়েজে, ক্লাস এইটে। দোতলার এই বারান্দা থেকে বড় রাস্তার অনেকটা অংশ দেখা যায়। বড় রাস্তার ওপারে শান্তিসংঘ ক্লাবটা চোখে পড়ে। সেখানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের তোড়জোর চলছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হবে। ক্লাবের পাশের বড় রাস্তার দু'পাশে পাটের সুতলিতে কাগজের ছোট ছোট পতাকাগুলি গঁদের আঠার লেই দিয়ে লাগিয়ে, মালার মতো সাজানো হয়েছে। দারুণ লাগছে দেখতে। আর মাইকে গান বাজছে,''আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালবাসি।চিরদিন তোমার আকাশ,তোমার বাতাস,আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।''
আর বাজছে,''ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।তোমাতে বিশ্বময়ীর,তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা''

আজ ১৫ই আগষ্ট,স্বাধীনতা দিবস। বাবার মুখে স্বাধীনতার অনেক গল্প শুনেছে সায়ন।পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বার্ষিক বৈশাখী মেলার সময় একটি বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সরকারী পরিসংখ্যান মতে ভিড়ের সংখ্যা ৬,০০০ থেকে ২০,০০০ বলা ছিল। স্বাধীনতার সমর্থক সাইফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং জনসমাবেশের কারণে, অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর.ই.এইচ ডায়ার তার গুর্খা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ পদাতিক রেজিমেন্টের সাথে জনগণকে ঘিরে ফেলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে শুধুমাত্র একপাশ দিয়ে বের হওয়ার রাস্তা ছিল, কারণ এর অন্য তিন দিক ভবন দিয়ে ঘেরা ছিল। সৈন্যদের বেরোনোর সেই পথ অবরোধ করার পর, ডায়ার তাদের ভিড়ের উপর গুলি করার নির্দেশ দেন, এমনকি বিক্ষোভকারীরা পালানোর চেষ্টা করলেও গুলি চালিয়ে যান। সৈন্যরা তাদের গোলাবারুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালাতে থাকে। নিহতদের সংখ্যা অনুমান ১৫০০ বা তার বেশি হয়েছিল। কী নির্মম ঘটনা। নিষ্ঠুর এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

সায়ন ঘরে ঢুকে দেখল, বাবা বাজারে বের হচ্ছেন। সে বলল, বাপি আমার জন্য একটা স্বাধীনতার পতাকা কিনে আনবে ? মা তার সে কথা শুনতে পেয়ে রান্না ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বাধীনতার পতাকা দিয়ে তুই কি করবি রে সায়ন ? আমাদের ছাদে উড়াব, সায়ন বলল। বাবা সেকথা শুনে বললেন, তা বেশ ভাল,ভাল। আনব। বলে তিনি বাজারে বেরিয়ে গেলেন।
কাঠের মোটা ফ্রেমে, কাঁচ দিয়ে বাঁধানো নেতাজির ভারি সুন্দর একটি ছবি আছে বাবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো। নেতাজি বাবার হিরো। বাবার কাছে সায়ন নেতাজির অনেক গল্প শুনেছে।

শুনেছে, সে সময় কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী উদার দলের নেতৃত্বে ছিলেন, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আবেগপ্রবণ বিপ্লবী দলের প্রিয় মানুষ। আর এই কারণে নেতাজি ও গান্ধীর আদর্শ-বিচার বোধ এক ছিল না। নেতাজি গান্ধীজির আদর্শের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিতে হবে, যদিও এই দুই নেতার লক্ষ্য এক হলেও, নেতাজি মনে করতেন যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে হলে শক্তিশালী বিপ্লবের প্রয়োজন, অন্যদিকে গান্ধী অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন।

১৯৩৮ সালে নেতাজিকে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়, এরপর নেতাজি রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজির সমর্থনে দাঁড়ানো পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে জয়ী হন। এর ফলে গান্ধী ও বসুর মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়, যার ফলে নেতাজি নিজেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

ভারতকে ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত করতে নেতাজি ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর 'ঞ্চআজাদ হিন্দ সরকার'ঞ্চ-এর প্রতিষ্ঠা করার সময়ই 'আজাদ হিন্দ সেনা' গঠন করেন। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই সেই সেনা নিয়ে ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুলাই বর্মা (এখন মায়ানমার) পৌঁছান। এখানে নেতাজি তাঁর বিখ্যাত স্লোগান দেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজি বহুবার জেলে গেছেন। তিনি মানতেন না যে অহিংসার জোরে স্বাধীনতা কখনও আসবে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসি জার্মানি, জাপানের মতো দেশে ভ্রমণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সহযোগিতা চান। নেতাজি জার্মানিতে আজাদ হিন্দ ইন্ডিয়া স্টেশন শুরু করেন এবং পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

বাবা বাজার থেকে ফেরার সময়, সুন্দর সিল্কের কাপড়ে তৈরী একটা পতাকা সায়নের জন্য কিনে এনেছে। পতাকাটার মাপ আড়াই ফুট বাই দেড় ফুট। পতাকাটা দেখে সায়নের খুব পছন্দ হল। সে ভীষণ খুশি হল।

ঘরে পর্দার শেড লাগাবার জন্য কিনে আনা স্টিলের রড, ঘরের সে কাজ শেষ হওয়ার পরেও, বাড়তি এক টুকরো স্টিলের রড ঘরের আলমারির পিছনে পড়ে ছিল। সায়ন সেটা বের করে নিয়ে, একটা ময়লা কাপড় দিয়ে মুছে সেটা পরিস্কার করে নিল, তারপর তাতে পতাকাটা লাগিয়ে নিয়ে, ছাদে গিয়ে টাঙিয়ে দিয়ে দেখল, বাতাস লেগে পতাকাটা কেমন পতপত করে দুলছে। তা দেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য তার খুব গর্ব হল। এই স্বাধীনতার জন্য দেশের কত লোক প্রাণ দিয়েছে। তার কন্ঠে ধ্বনিত হল,
''ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।''

সারাদিনটা খুব আনন্দেই কাটল সায়নের।পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই, চোখে মুখে জল দিয়ে,সায়ন ছাদে চলে গেল। দেখল, পতাকাটা উড়ছে। পতাকার পিছনে পূবদিক থেকে সূর্য উঠে আসছে। কী অপূর্ব লাগছে দৃশ্যটা দেখতে। সেটা দেখতে দেখতেই তার চোখ চলে গেল বড় রাস্তার দিকে। দেখল, কয়েকটা বস্তির ইজের পরা ছেলে, একজন তো আবার ন্যাংটো, বয়স তিন-চার হবে,তারা সকলে মিলে রাস্তায় মালার মতো টাঙানো কাগজের পতাকাগুলি, একটা আঁকশি দিয়ে টেনে নামিয়ে, তার থেকে কাগজের পতাকাগুলি ছিঁড়ে নিচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে খুব রাগ হয়ে গেল সায়নের। ভাবল সে, কী অসভ্য ছেলেরে বাবা ! বস্তির ছেলে সব, এরচেয়ে আর কত ভাল হবে? স্বাধীনতার মূল্য বুঝবে কী করে ? ছেলেগুলি তাদেরই বাড়ির পাশে একটা বস্তিতে থাকে।ছেলেগুলি যখন সব কাগজের পতাকাগুলি ছিঁড়ে, একটা দড়িতে বেঁধে, তাদেরই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে ফিরছিল,সায়ন তখন একটু রাগত স্বরেই ছেলেগুলিকে বলল, এই , এগুলি ছিঁড়লি কেন রে ? কি করবি এগুলি নিয়ে ?
তার কথা শুনে দু'জন মুখ তুলে তাকিয়ে একবার দেখল তাকে। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে,হাঁটতে লাগল। কোন উত্তর দিল না। ওরা কোন উত্তর দিল না দেখে, সায়নের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে আবারও বলল, কিরে কোন উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে ? তাদের মধ্য সবচেয়ে বড় ছেলেটা এবার উত্তর দিল, এগুলি পুরনো কাগজের দোকানে বেচে, সেই টাকা দিয়ে আমরা মুড়ি কিনে খাব। বলেই আবার তারা হাঁটতে লাগল।

এরপর সায়নের আর কিছু বলার ছিল না। তার মনে খুব দুঃখ হল এই কথা ভেবে যে,স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পরও মানুষ এত গরীব কেন ?

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ব্যানার্জি(সতু) ও শুভজিৎ মল্লিক(ভাইটু) নামে চুঁচুড়ার দুই সক্রিয় কর্মীকে দল থেকে বহিস্কার করল বিজেপি।

● বাংলাদেশে তুমুল অশান্তি। পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

● বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুস।

● বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুসকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তারই সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার আহবান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ড. মহম্মদ ইউনুসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, ''নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুসকে শুভেচ্ছা। আশাকরি বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে বলে আমরা আশা করছি। দুই দেশের মানুষের শান্তি, সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সাথে একসাথে কাজ করবে ভারত।''

● ''অশান্তি তৈরির ভিডিও শেয়ার করবেন না। গুজবে কান দেবেন না,গুজব ছড়াবেন না'', বাংলাদেশ ইস্যুতে সতর্ক বার্তা রাজ্য পুলিশের।

● রাষ্ট্রপতির নির্দেশে জেল থেকে মুক্তি পেলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।

● তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করে অনগ্রসরদের আলাদা করে সংরক্ষণ করা যাবে, ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা থেকে জিএসটি তুলে নেবার অনুরোধ জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি।

● ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে তৃতীয় সেমিষ্টারের জন্য নমুনা ওএমআর প্রকাশ করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রথম সেমিস্টার থেকেই স্কুল গুলিকে ওএমআর ব্যবহার করার পরামর্শ দিল সংসদ।

● নার্সিং জয়েন্টেও জালিয়াতি ! পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর থেকে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে উদ্ধার ১২ টি মোবাইল।জুতোর তলাতেও মোবাইল ! সিউড়ি বেনীমাধব স্কুলের ঘটনা।

● বিএলআরও'তে কি না হয় ! বিএলআরও অফিস গুলো এখন ঘুঘুর বাসা। আপনার অজান্তেই আপনার সম্পত্তি অপরের নামে হয়ে যাচ্ছে। কখন যে কার সম্পত্তি জাল দলিল করে বেহাত হয়ে যাবে আপনি জানতেই পারবেন না ! রাতারাতি সার্ভার থেকে আপনার নাম আউট। সর্বত্রই অসাধু চক্রের রমরমা। আর ধরা পড়লেই মিস কেসের অজুহাত ! আতঙ্কিত জনগণ।

● আরজি কর কান্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ২৬৪৪।G., তারিখ :১১/০৪/১৯৭৭

খসড়া নির্বাচক তালিকা(Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের মুখ্য-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩০ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ ১৪-০৮-২০২৪ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ২০/০৮/২০২৪ তারিখ হতে ২২/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ২৩/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ২৭-০৮-২০২৪ তারিখ বৈকাল ৪ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

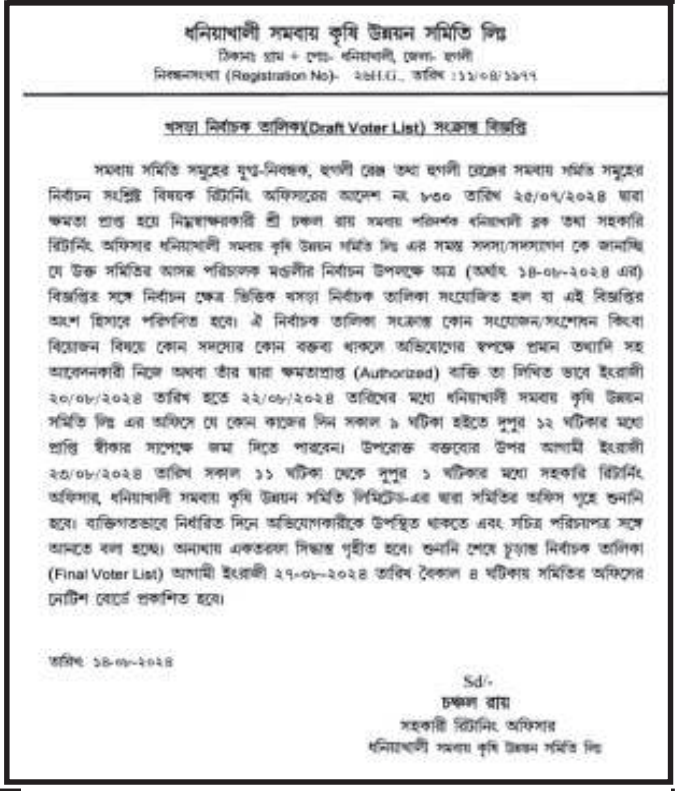

তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪

Sd/-
চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নাম-পদবী পরিবর্তন

I , Dipankar Ghorui, S/O - Late Panchu Gopal Ghorui,residing at Vill & P.O - Khanpur,P.S - Gurap,Dist - Hooghly,Pin- 712308 declared that my father Panchu Gopal Ghorui,S/O - Late Sudhir Ghorui,Panchu Gopal Ghouri, S/O- Late Sudhir Ghouri, Panchu Ghouri S/O - Late Sudhir and Panchu Gopal Keora S/O - Late Sudhir Keora are same and one identical person vide affidavit No.1160 dated 19/02/2024 Judicial Magistrate 1st Class 5 TH court at Chinsurah, Hooghly(Sadar).

I , Madhabi Ghorui, W/O - Late Panchu Gopal Ghorui,residing at Vill & P.O - Khanpur,P.S - Gurap,Dist - Hooghly,Pin- 712308 declared that Madhabi Ghorui,W/O - Late Panchu Gopal Ghorui, Madhabi Ghouri,W/O - Late Panchu Ghouri,Smt. Madhabi Keora, W/O - Late - Panchu Gopal Keora are same and one identical person vide affidavit No.1162 dated 19/02/2024 Judicial Magistrate 1st Class 5 TH court at Chinsurah, Hooghly(Sadar).

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com